চেতনায় বিজয়

সম্পাদনা

আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেক

চেতনায় বিজয়

সম্পাদনায়

আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেক

কথামালা প্রকাশনী

চেতনায় বিজয়
সম্পাদনায়: আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেক
© কথামালা
প্রকাশক
কথামালা
বাড়ি: ১৪, রোড: ২৮, সেক্টর: ৭
উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা-১২৩০
ফোন : ০১৬৭৮৬৬৪৪০১
email : kothamalaprokashani@gmail.com; sadeqaub@gmail.com
website: www.aub.edu.bd/home/kothamala
www. aub.edu.bd/home/kothamala-publications

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

প্রথম প্রকাশ
বিজয় দিবস ২০১৭

পরিবেশক
Rokomari.com
Rupantarbd.com

মূল্য: ১৫০

Chetonay Bijoy
Edited by: Abul Hasan M. Sadeq
First Published: Victory Day 2017
Published by: Kothamala
House: 14, Road 28, Sector 7, Uttara Model Town, Dhaka-1230
Phone: 01678664401; 01755680216
email : kothamalaprokashani@gmail.com
website: www.aub.edu.bd/home/kothamala
www. aub.edu.bd/home/kothamala-publications
Price: Tk.150
ISBN : 978-984-92519-3-4

উ|ৎ|স|র্গ

যাঁদের প্রাণের দানে
আমরা গাই
বিজয়ের গান...

দু'টি কথা

বিজয়। একাত্তরের বিজয়, মহান মুক্তিযুদ্ধের বিজয়,স্বাধীনতার বিজয়। একাত্তরের বিজয় বাঙালির যুগ যুগান্তরের লালিত স্বপ্ন ও সংগ্রামের বিজয়। বাঙালি জাতি যুগ যুগ ধরে অধীনতার জাঁতাকলে অতিষ্ঠ জনগোষ্ঠী। পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে মুক্ত স্বাধীন জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভের আকাঙ্ক্ষা শতাব্দীর পর শতাব্দী লালন করে আসছে বাঙালি। যুগে যুগে তারা ঝাঁপিয়ে পড়েছে সংগ্রামে, হাতে নিয়েছে অস্ত্র, বিলিয়ে দিয়েছে অগণিত প্রাণ। তারই ধারাবাহিকতায় বায়ান্ন। বায়ান্নের সে চেতনায় উদিত হয় জাতিসত্তার নব সূর্য। তা রূপায়িত হয় স্বাধীনতা সংগ্রাম ও স্বাধীনতার রক্ত বন্যায়। সে বন্যায় ভেসে আসে বিজয় ও স্বাধীনতা। সে বিজয়ের চেতনা প্রবাহিত হচ্ছে এখনো এবং হতেই থাকবে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে।

আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের গৌরবদীপ্ত বিজয়ে প্রভাবিত হয়েছেন আমাদের শিল্পী সাহিত্যিক কবি। ভাবের বৈচিত্র্য, ভাষা ভঙ্গির অভিনবত্ব ও উপস্থাপনার স্বাতন্ত্রে মুক্তিযুদ্ধের বিজয় বাংলা কবিতায় উচ্চারিত হয়েছে বারবার। বিজয়ের চেতনায় আলোড়িত ও আন্দোলিত হয়েছেন কবিতাকর্মী, অনুপ্রাণিত হয়েছেন কাব্যানুরাগী। বিজয়ের চেতনা নানাভাবে রাঙিয়ে যায় বাঙালি কবির মন ও বাংলা কবিতার ধরন।

আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের মহান বিজয় বাংলাদেশের কবিদের কবিতায় কীভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে তা সুধী পাঠকের সামনে উপস্থাপনের প্রয়াসে এই 'চেতনায় বিজয়'। এতে রয়েছে বাংলাদেশের কাব্যজগতের প্রতিনিধিত্বশীল কবিদের নতুন ও পুরাতন কবিতা।

যাঁদের কবিতা নিয়ে এ সংকলনটি দাঁড় করানো হয়েছে তাদের প্রতি রইলো শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা। বইটি সম্পাদনায় গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়েছেন কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা। তাঁর প্রতি রইল ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। এ প্রসঙ্গে কবি সাইফ ইসলামকেও ধন্যবাদ জানাই।

বিজয়ের মাসে পাঠকের হাতে তুলে দিলাম 'চেতনায় বিজয়'। আগামীর নতুন নতুন বিজয়ের আশায়।

আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেক

সূ|চি|প|ত্র*

অদ্বৈত মারুত ৭
অঞ্জনা সাহা ৮
অসীম সাহা ১০
আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেক ১২
আল মাহমুদ ১৪
আল মুজাহিদী ১৫
আলম তালুকদার ১৬
আসলাম সানী ১৭
আসাদ চৌধুরী ১৮
কাজী রোজী ১৯
কালিরঞ্জন বর্মন ২০
খালেক বিন জয়েনউদ্দিন ২১
গোলাম কিবরিয়া পিনু ২২
জামসেদ ওয়াজেদ ২৩
জাহিদ কাজী ২৪
তপন বাগচী ২৫
তাহমিনা কোরাইশী ২৬
নাহিদা আশরাফী ২৭
নিপু শাহাদত ২৯
নিশাত খান ৩০
ফরিদ আহমদ দুলাল ৩১
ফাগুন মাহমুদ শেখ ৩২
মঈনুদ্দিন কাজল ৩৩
মাকিদ হায়দার ৩৪
৩৫ মানসুর মুজাম্মিল
৩৬ মামুন সারওয়ার
৩৭ মিলন সব্যসাচী
৩৮ মুহম্মদ নূরুল হুদা
৩৯ মুহম্মদ মতিউর রহমান
৪২ মুহাম্মদ মাসুম বিল্লাহ
৪৪ মোস্তাফিজুর রহমান
৪৫ মোশাররফ হোসেন ভূঞা
৪৬ মতিন বৈরাগী
৪৮ মফিদা আকবর
৫০ মহাদেব সাহা
৫২ মহিউদ্দিন আকবর
৫৩ রবীন্দ্র গোপ
৫৪ রেজাউদ্দিন স্টালিন
৫৫ লিলি হক
৫৬ লুৎফর রহমান রিটন
৫৭ শাহানারা রশীদ ঝরনা
৫৮ শেখ ফরিদ
৫৯ শেখ রেজাউল করিম
৬০ সাইফ ইসলাম
৬১ সুজন বড়ুয়া
৬৩ সোহাগ সিদ্দিকী
৬৪ হেলাল হাফিজ

* নামের আদ্যাক্ষর অনুসারে

বাংলাদেশ

অদ্বৈত মারুত

একটা ছিল সোনার পাখি
বন্দি হয়ে খাঁচায়
সেই পাখিটা মুক্ত হতে
লেজটা শুধু নাচায় ।

কেউ দিত না তারে খাবার
কিংবা সে যা চাইত
মারত ধরে বলত রে ভাগ
আমরা আগে খাইত ।

সেই পাখিটা বসল বেঁকে
বলল মালিক আর না
ভাগটা আমার চাই যে পেতে
মারলে তবু ছাড় না ।

পাখির অনেক ছেলেমেয়ে
সবাই ছিল তাগড়া
মায়ের সাথে তাল মিলিয়ে
বসল দিয়ে বাগড়া ।

ভয় পেয়ে তাই সেই প্রভুদের
থাকল না আবেশ
আমরা পেলাম মুক্ত স্বাধীন
প্রিয় বাংলাদেশ ।

আমার একাত্তর

অঞ্জনা সাহা

একাত্তরের কথা মনে পড়লে নতমুখ এক বালিকার
ছবি ভেসে ওঠে, তার ঘন কালো সহজ ডাগর দুটো চোখে
ঝরে পড়ে রাজ্যের বিস্ময়! সে দেখতে পায় প্রতিবাদের ভাষা,
উন্মুখর শ্লোগানে শ্লোগানে প্রকম্পিত জনপদ;
দেখতে পায় মিছিলের যূথবদ্ধ দৃপ্ত মুখ
শিশিরে সিক্ত তার প্রিয় ভোরবেলা
ফুলে ফুলে সজ্জিত নিষিদ্ধ শহীদ মিনার!

মনে পড়ে : বাংলার আকাশে-বাতাসে জন্ম নেয়া
কালো রাত্রির আঁধার পেরিয়ে গর্জে ওঠা দুঃসাহসী
সেইসব সন্তানের দুর্দান্ত হুঙ্কারে জ্বলে ওঠা তীক্ষ্ণ দাবানল;
যুদ্ধ-প্রস্তুতিরত শত শত অগ্নিকন্যা-মুখ, হ্যামিলনের
বংশীবাদকের মতো তর্জনি উঁচানো এক
বিস্ময়-পুরুষের উদাত্ত আহ্বান।

তখনই দুর্বাশার অভিশাপের মতো ছুটে আসে
পঁচিশের কালো রাত, রক্তের বন্যায় ভেসে যায় জনপদ,
ছাত্রাবাস, বস্তিঘর, ঘুমন্ত মানুষের বুকের পাঁজর।
দেখতে পাই চারিদিকে ছড়ানো-ছিটোনো সব মৃতদেহ
নীলাকাশে শকুনের দুর্বিনীত ওড়াউড়ি।

শুরু হয় মরণপণ যুদ্ধ, লড়াইয়ের দুরন্ত প্রতিজ্ঞা নিয়ে
বাংলার পথ-প্রান্তে, ধানের শীষের নিচে, খাল-বিল-নদী-নালা,
প্রান্তরের কুয়াশার আড়াল পেরিয়ে নেমে আসে কৃষক-মজুর,
কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণী, নববিবাহিত বধূ, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা,
এমনকি পথপাশে বসে থাকা অক্ষম ভিখিরি।

ভুলিনি কিছুই ।
ভুলিনি কেমন করে নয় মাস মাতৃগর্ভে বেড়ে ওঠে স্বদেশের ভ্রূণ!

তারপর আসে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ, আর রক্তঝরা দিনশেষে
সবুজের বুক জুড়ে রক্তসূর্য এঁকে দেয়া স্বাধীন পতাকা;
আমরা গাইতে থাকি আমাদের প্রিয় সেই শাশ্বত গান :
'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ।'
তারই মধ্যে আমরা শুনতে পাই
আমাদের মুক্তির অবিনাশী সুর; দিগন্তে ভেসে ওঠে পূর্ণিমার চাঁদ
তার আলোতে পৃথিবীর মানচিত্রে জেগে ওঠে নতুন স্বদেশ ।

পৃথিবীর সবচেয়ে মর্মঘাতী রক্তপাত

অসীম সাহা

কাল রাতে ওরা আমার দেহ থেকে সিরিঞ্জ সিরিঞ্জ রক্ত তুলে নিয়েছে
আমাকে ওরা এক নিঃসঙ্গ অন্ধকার রাতের থমথমে নিস্তব্ধতার মধ্যে
বেঁধে রেখে বলেছে, 'শাট আপ। কথা বললেই গুলি করব!'
তখনই সমস্ত পৃথিবী কাঁপিয়ে, সমস্ত চরাচর, বনভূমি কাঁপিয়ে
একটা ভয়ানক হাহাকার, মৃতদের কলরোল উড়ে এসে
আমার বুকের কাছে আছড়ে পড়েছে;
আমি কেঁপে উঠেছি।

আমার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে আমার মায়ের মুখ
একটি নিঃসঙ্গ একাকী প্রদীপের নিচে বেদনায় নুয়ে থাকা
আমার জন্মদাত্রীর এলায়িত দেহের ভঙ্গিমা
চৌকাঠে এলোমেলো বাতাসের আঘাতে উদাসীন
আমার প্রিয়তমা, আমার সন্তান, আমার একমাত্র উত্তরাধিকার।
এইসব ভাবতে ভাবতে আমার রক্তের ভেতরে জেগে উঠেছে
এক পরাজিত সৈনিকের আহত, ক্ষতবিক্ষত, ক্লান্ত-দেহের
অস্বাভাবিক স্থবিরতা।
অথচ আমাকে থামলে চলবে না।
আমার সামনে কোটি কোটি মানুষের গগনবিদারী চিৎকার
আমার সামনে বিস্তৃত দিগন্তের নিচে অনাবিল সবুজ ধানের ক্ষেত
আমার সামনে পাকা ধানের মতো জীবনের
অবিরত সম্ভাবনার সোনালী ভাঁড়ার
আমার চোখে জল নেমে আসে।
আমি অনেকদিন অসম্ভব বৃষ্টির বিপুল জ্যোৎস্নার মধ্যে
শিশুর মতো খেলতে পারি নি
দুরন্ত বলের মতো সহস্র স্বপ্নের মধ্যে আমার নিবিড় প্রেম
অশ্ব হয়ে ছুটতে পারে নি কোনোদিকে
শুধু রক্তলাল এ জীবন বহতা নদীর মতো

প্রয়োজনে ছুটে গেছে দৃশ্য থেকে অদৃশ্যের দিকে।
বুকের ভিতরে জেগে উঠেছে শতাব্দীর নীল আর্তনাদ
জেগে উঠেছে শোষণের সহস্র কাহিনী
শৃঙ্খলিত জীবনের মর্মঘাতী অতীত যাতনা।
সাথে সাথে আমার শিথিল হাত
জড়াতে জড়াতে মুষ্টিবদ্ধ ইস্পাতে পরিণত হয়েছে
আমার কম্পিত করতলে ঘেমে উঠেছে শতাব্দী-লাঞ্ছিত মানুষের
এক অসম্ভব উজ্জ্বল রাসায়নিক বাল্ব।
আমি এক্ষুণি আমার বাল্ব ছুঁড়ে দেব
আজ কোন পরিত্রাণ নেই
কাল রাতে তোমরা আমার দেহ থেকে সিরিঞ্জ সিরিঞ্জ রক্ত তুলে নিয়েছ
আজ তার প্রতিশোধ
এক ফোঁটা রক্তের বিনিময়ে তোমাদের এক-একটা জীবনকে
আমি আমার স্বপ্নের আঘাতে ভেঙে টুকরো করে দেব।
আমার বুকের ভিতরে এক নিঃশংসয় নগরীর প্রজ্বলিত আভা
আমার বুকের ভিতরে একটি সমান পৃথিবীর সবুজ মানচিত্র
আমি এখন ইচ্ছে করলেই সমস্ত পৃথিবীকে
আমার হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে আসতে পারি,
শুধু প্রয়োজন প্রতিটি ঐতিহাসিক রক্তবিন্দুর কাছ থেকে
মানুষের সভ্যতার ইতিহাস জেনে নেওয়া
আমি সেই রক্তবিন্দু থেকে সম্মুখের ইতিহাস অবধি
নিজের রক্তবিন্দুকে প্রবাহিত করে দিতে চাই
আমি একটি রক্তপাতহীন পৃথিবীর জন্যে
এই মুহূর্তে পৃথিবীর
মর্মঘাতী রক্তপাত করে যেতে চাই।

চেতনায় বিজয়

আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেক

বদ্ধ দেয়ালের আবদ্ধ কুঠরীতে
আধিপত্যবাদের জাঁতাকলে
হতে পারে বন্দী নিষ্পেষিত
দেশ জাতি মানবতা
সবকিছুই
একটি দুর্জয় অস্তিত্ব ব্যতীত
অতলান্ত মনন সমুদ্রের গভীরে অম্লান
সুদৃঢ় বদ্ধমূল
অনড় স্থিতিশীল
বিজয়ের চেতনা।

যুগ যুগ শতাব্দী সহস্রাব্দ
প্রয়াস চলে বাঙালিকে
করতে নিঃস্তব্ধ
চলে উপনিবেশবাদী হায়েনার
আক্রমণ
জুলম শাসন শোষণ
চলে জাতিসত্তা বিলুপ্তির
আগ্রাসন
চিরন্তন।

কিন্তু কে পারে মুছে দিতে
গভীর হৃদয়ে অঙ্কুরিত
বিজয়ের সংগ্রামী বাসনা
আত্মত্যাগের বলিষ্ঠ কামনা
মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে
এই বঙ্গভূমিতে।

সেই জাতিসত্তার চেতনা
জন্ম দেয় বায়ান্ন
সেই বায়ান্নেই উত্তাল
পদ্মা মেঘনা যমুনা
সেই সংগ্রামেই ঝরে পড়ে
এক সাগর রক্ত
সেই রক্তেই প্রমাণ
বাঙালি কতো শক্ত।

রক্ত হাসে
রক্ত ভাসে
বিজয় আসে
ষোলই ডিসেম্বর
একাত্তর।

দুর্জয় সেই
চেতনায় বায়ান্ন
চেতনায় বিজয়।

বিজয়

আল মাহমুদ

কতোদূর আর যেতে হবে জানি না তো.
তোমরা পথের বিশ্রাম নিয়ে মাতো ।
আমার কেবল ধুলোমাখা এই পা.
বলে কোথা যাবো আর কতদূর? না ।
এবার ফেরার তাগাদা পাচ্ছি দেহে,
সব ঝরে গেছে ভালোবাসা আর স্নেহে ।
তবু যেতে হবে করি না অস্বীকার,
তবে কতদূর আমার অঙ্গীকার ।
বয়সের ভার সহে না শরীর বুঝি,
বিশ্রাম চাই পান্থপাদব খুঁজি ।
আমার তো ছিল সবুজের সমারোহ,
ছিল কলোরব, মানুষ দেখার মোহ,
সব দেখারই হয়েছে তো অবসান,
আমার জীবন আমারই তো জয়গান ।

জন্ম-দ্রোহী যুবরাজ

(ভাষা সংগ্রামী অলি আহাদের উদ্দেশ্যে)

আল মুজাহিদী

তোমার সাম্রাজ্যে তুমি মহাযুবরাজ! জন্ম-দ্রোহী।
তোমার বৈভব-বিভা-পূর্বপুরুষের উত্তরাধিকার;
কী বিচিত্র আভরণ; অনশ্বর বর্ণের বিন্যাস
তোমার আত্মার বর্ণমালা দীপ্যমান, কতো কীর্তিময়!
বঙ্গের সমুদ্রে সহস্র কল্লোল, কালনিরবধি
তোমার সাম্রাজ্যে তুমি মহাযুবরাজ! জন্ম-দ্রোহী।

তুমি হয়তো শহীদ নও শহীদের জন্ম-সহোদর
মানুষের স্বপ্ন ব'য়ে নিয়ে যাও যুগ-যুগান্তর-
কাল-কালান্তরে ভেসে যায় কালোত্তর তরী
তুমি যাত্রার নাবিক আগামীর।
তুমি কবি। তুমি দ্রোহী। সৃষ্টি করো শুধু বিদ্রোহিতা: কাব্যগাথা
জন্ম-জন্মাবধি অনন্য, অমোঘ স্বাধীনতা
ভাষা, জাতি, চিরজাগর, চিরজীবিত
মানবাত্মার অজেয়তার অর্ঘ্যস্তম্ভ।
তুমি-ই জাতি। জাতিস্মর। কণ্ঠস্বর: বাণীসুধা সঞ্জীবিত।
বাংলার মৃত্তিকা
বাঙালির জন্মভাষা, রাষ্ট্রভাষা-অজর অমর বর্ণমালা
পৃথিবীর মাতৃভাষা আজ।
ভ্রাষিমা-দিগন্তে কী মহার্ঘ হ'য়ে ওঠে
এসব-ই মানবিক, প্রাতিস্বিক, প্রাগতিক
শাশ্বতিক...

১৬ই ডিসেম্বরে

আলম তালুকদার

দশটা কষ্ট বিশটা দুঃখ আর কী আশা জাগে?
পাকিস্তানের অধীন ছিলাম একাত্তরের আগে।
বাঁচার ইচ্ছা থাকার কষ্ট কত রক্ত ঝরে
একাত্তরের যুদ্ধে দেশের লক্ষ মানুষ মরে।
বাড়ি পোড়ায় কষ্ট বাড়ায় দুঃখ-প্লাবন আসে
আমার কষ্টে পাক-রাজাকার দাঁত কেলিয়ে হাসে।
বাপ হারালাম মা হারালাম বিশ্বভুবন কাঁপে
ভারতবাসী কষ্টে থাকে শরণার্থীর চাপে।
যুদ্ধশেষে একটু আরাম বিশ্ব চরাচরে
অমাবস্যা দৌড়ে পালায় ১৬ই ডিসেম্বরে।

করবো প্রতিকার

আসলাম সানী

তুমি আমায় পথ দেখালে মাগো
বাহান্নতে একাত্তরে বল্লে-সোনা জাগো,
স্বাধীন দেশের পিতার মতো
গড়তে সোনার দেশ
তুমিই দিলে প্রেরণা মা
ধন্য ধন্য বেশ,
পবিত্র এই দেশের মাটি
ভায়ের অঙ্গীকার
এই মাটিতে দুর্নীতিবাজ
রাখবো নাকো আর
সবাই মিলে লড়বো-ধরবো
করবো প্রতিকার ।

শহীদদের প্রতি

আসাদ চৌধুরী

তোমাদের যা বলার ছিল
বলছে কি তা বাংলাদেশ?
শেষ কথাটি সুখের ছিল?
ঘৃণার ছিল?
নাকি ক্রোধের,
প্রতিশোধের,
কোনটা ছিল?
নাকি কোনো সুখের
নাকি মনে তৃপ্তি ছিল
এই যাওয়াটাই সুখের।
তোমরা গেলে, বাতাস যেমন যায়
গভীর নদী যেমন বাঁকা
স্রোতটিকে লুকায়
যেমন পাখির ডানার ঝলক
গগনে মিলায়।
সাঁঝে যখন কোকিল ডাকে
কারনিসে কি ধুসর শাখে
বারুদেরই গন্ধস্মৃতি
ভুবন ফেলে ছেয়ে
ফুলের গন্ধ পরাজিত
স্লোগান আসে ধেয়ে।
তোমার যা বলার ছিল
বলছে কি তা বাংলাদেশ?

বিজয়ের তানপুরা

কাজী রোজী

হাসপাতালের করিডোর ছেড়ে
রাস্তায় নামলেন ডাক্তারেরা
তড়িঘড়ি তাদের উচ্চারণ-আজ বিজয় দিবস।
সেবক-সেবিকাদের উচ্ছল উচ্চারণ-আজ বিজয় দিবস।
শিক্ষক সমিতির নির্ভরযোগ্য উচ্চারণ-আজ বিজয় দিবস।
গার্মেন্টস-কন্যাদের আনন্দঘন উচ্চারণ-আজ বিজয় দিবস।
আহত মুক্তিযোদ্ধাদের বিশ্বাসযোগ্য উচ্চারণ-আজ বিজয় দিবস।
দারুণ মুক্তিযোদ্ধাদের ঐকান্তিকতা
সাহসী ছাত্র-জনতার দুর্দম এগিয়ে চলা
বীরাঙ্গনাদের নিবিড় শপথের উচ্চারণ
আজ বিজয় দিবস।
গোটা দেশের বিজয় পতাকা ঘিরে আমাদের সবটা বাংলাদেশ
বাদুর পরশ পেয়ে
জাতীয় পতাকার সীমাবেষ্টনী তৈরী করে
বাজিয়ে চলেছে বিজয়ের তানপুরা।

আমার ইচ্ছেগুলো আকাশ বাতাস সাগরের ভালবাসা নিয়ে
লাল সবুজের পতাকার গভীর থেকে
একটি নতুন ধারাপাত তৈরী করে এখানে সেখানে তারা
বাংলার দিনলিপি সাজিয়ে দিল-
বললো বিজয় বাংলাদেশ।

সেই পতাকা জড়ানো বিজয়ের তানপুরায়
আমি বাংলার নারী
বাংলার পুরুষ
বাংলার মানুষ।

বীরাঙ্গনা

কালিরঞ্জন বর্মন

খান কয়েক ভাঙা কাচের চুরি
রক্তমাখা ছেঁড়া ব্লাউজ...
পড়ে আছে বিস্তীর্ণ ঘাসে
আদিগন্ত আমার স্বদেশ ।
আমরা তাদের আড়াল করেছি অশ্রুজলে
অবহেলার আগুনে পোড়ে ছিন্ন ভিন্ন পাতা
অপমানে নতশির অজেয় পৌরুষ, বীরত্ব গাঁথা ।

মাকে ডাকার দিন এসেছে

খালেক বিন জয়েনউদ্দিন

মাকে ডাকার দিন এসেছে শিমুল-পলাশ রাঙলো,
বন্দীশালার শক্ত আগল এক পলকে ভাঙলো ।
মাকে ডাকার দিন এসেছে রফিক-শফিক-জব্বার
নতুন দিনের স্বপ্ন জাগায় জোয়ান-বুড়ো সব্বার ।
মাকে ডাকার দিন এসেছে শহর-নগর গন্‌জে,
স্মৃতির মাঝে স্বরধ্বনি দেয় ভরিয়ে মন যে ।
মাকে ডাকার দিন এসেছে চর্যাপদের বাংলা
যাত্রা-গানে সজীব হলো মাঠ-বনানী জাংলা ।
মাকে ডাকার দিন এসেছে বর্ণমালার চিত্র
দুঃখ-শোকে মাতৃসম লক্ষ যুগের মিত্র ।

নুনমাখা ভাত

গোলাম কিবরিয়া পিনু

নিদারুণ গরিবও তার এক থালা ভাত নিজে
না খেয়েও অনাহারে থেকে যুদ্ধরত
মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে সমর্পণ করেছিল!
কী-এক হৃদয় নিয়ে কালাসোনা চরে!
একাত্তরে! সূর্যালোক আসার জন্য কি
তার কোনো ভূমিকা ছিল না? সে-ও এক
মুক্তিযোদ্ধা-পাক পদাতিক বাহিনী হটাতে
তারও উষ্ণ-সমর্থন কত গভীরে প্রোথিত ছিল।
সে কথাটা ভাবতে ভাবতে
সেই নুনমাখা ভাত যে মুক্তিযোদ্ধা খেয়েছিল-
সে আজও তার প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধায় মাথা
নত করে রাখে।

আমারি পতাকা যেন সুগন্ধি আতর

জামসেদ ওয়াজেদ

জননী আমার তুমি এর চেয়ে বড় সত্য আর কিছু নয়
তুমি তো মৃত্তিকা মাগো যে বলয়ে গড়ে ওঠা আমার শরীর
হাজার অতীত স্মৃতি কষ্ট জড়ো কাঁটা শূল বেদনার তীর
তুমি সত্য তুমি আলো আকাশ উদার যার নেই পরাজয়

নিজ হাতে অগ্নি জ্বেলে সে অনলে আজ আমি করি বসবাস
আগামী জানিনা বলে ভুলকে সঠিক ভেবে পড়ে যাই পিছে
শুনেছি লোকের মুখে বেহেশত জননীর দু'পায়ের নিচে
মায়ের এ আশির্বাদে হয়তো বা হতে পারি আমি ইতিহাস

জননী আমার তুমি যার কাছে এই দেশ মানচিত্র ঋণী
একটি বুলেট শুধু মৃদু শব্দে খুলে ফেলে যে নাকের ফুল
তুমিতো সঠিক মাগো বাদ বাকী পৃথিবীর সব স্মৃতি ভুল
অমূল্য সম্পদ এক যা হয় না কোনো দিনো হাটে বিকিকিনি

শূন্যতায় পুড়ে পুড়ে এই মন তাই আজ হয়েছে পাথর
তোমারি পবিত্র মনে আমারি পতাকা যেন সুগন্ধি আতর

বিজয় মানে

জাহিদ কাজী

বলল খোকা, কও তো দাদু বিজয় মানে কী?
বলল দাদু, বিজয় মানে
সবাই জানে
বীরের বেশে জয়
ডিসেম্বরে হয়!
ঢুকছে কানে কি?

বলল খোকা, এবার বলো শহিদ মিনার কী?
বলল দাদু, সেই মিনারে
ইট কিনারে
বীর শহিদের
ত্যাগটা দেখেছি।

বলল খোকা, পতাকাটা লাল-সবুজ কেন?
বলল দাদু, সেই পতাকায়
সবুজ চেনায়
তারুণ্যেরই
ছোঁয়া আছে
বীর শহিদের
রক্ত আছে, জেনো!

বিজয় দিবসের কাব্যগীতি

তপন বাগচী

মুক্ত যেদিন হলাম, সেদিন ষোলই ডিসেম্বর
ভাবলে আজো সুখের দোলায় কাঁপে যে অন্তর॥

পাকিস্তানি খান-সেনাদের হটিয়ে দিয়ে শেষে
স্বস্তি আসে ঘর-পোড়া এই সাধের বাংলাদেশে
নয় মাসের এক রক্তঝরা যুদ্ধ শেষের পর॥
মুক্ত যেদিন হলাম, সেদিন ষোলই ডিসেম্বর॥

এই দেশেরও কিছু মানুষ শত্রুদলে যায়
শিশু এবং মা-বোনদের রক্ত চুষে খায়
শত্রু রুখেই বীর বাঙালি ফেরে নিজের ঘর॥
মুক্ত যেদিন হলাম, সেদিন ষোলই ডিসেম্বর॥

মানবতার শত্রু যারা, তাদের হলে সাজা
কমবে অভিশাপের বোঝা, চেতন হবে তাজা
শত্রুমুক্ত স্বাধীন দেশে থাকবে না ভয়-ডর॥
মুক্ত যেদিন হলাম, সেদিন ষোলই ডিসেম্বর॥

একাত্তরের ১৪ নভেম্বর

(শহীদ মুক্তিযোদ্ধা মানিক ভাই)

তাহমিনা কোরাইশী

ঢাকার অতি কাছেই শিমুলিয়ায় ছিল তোমাদের ঘাঁটি
আলো ফোটার আগেই অপারেশন মুক্তিসেনাদের
সাভারের ভরাডুবি ব্রীজে অবস্থান
অতর্কিতে হামলা পাকহায়নার দল
কুয়াশা শেষ হতে না হতেই ওদের জীপের আওয়াজ
চারদিকে গুলি আর্তনাদ
জল মিশে যায় লাল রঙের নহরে
শব্দরা মিশে ছিল নীরবতার মর্মরে

স্বাধীনতার দোর প্রান্ত ছুঁই ছুঁই পথ
অকালে সীমান্তকাল সংগ্রামী আত্মার
চিরনিদ্রা একটি জীবন
অস্তগামী সূর্যের রক্তিম আভায়
শহীদ জননী দাঁড়িয়ে ছিল
পঞ্চান্ন হাজার বর্গমাইলের দ্বারপ্রান্তে
নির্ঘুম নিশিজাগা সত্তায় কতটা বছর!

স্বর্গের সিঁড়িতে তুমি...
তারা গুনে গুনে স্মৃতির পথে হেঁটে চলি
অলিখিত শব্দফুলে সাজাই কাব্যপুতুল
স্মৃতিরা জোনাক হয় রাতের আকাশে
আমরাও হবো একদিন
শরীর যাবে না, আমাদের নিঃশ্বাস যাবে
ঐ আকাশ তারায়... ।
আজও স্মৃতিতে মর্মর
একাত্তরের ১৪ নভেম্বর ।

আর একবার একাত্তর ডেকে আনি

নাহিদা আশরাফী

আর কত রং চাই মা? আর কতটা লাল চাই ?
আর কতখানি রক্তাক্ত উর্বরতায়,
তুমি জ্বলে উঠবে আগ্নেয়গিরির মতো ।
আর কত রক্তমেশালে আলোকিত হবে তোমার গর্ভগৃহ ?
আর কত রক্তজলে ঢেউ তুলে
তোমার সরোবরে জন্ম নেবে এক শ্বেতপদ্ম?
কি চাও তুমি? কতখানি চাও? বলো ।

বর্ণমালা আছে, নেবে? নিয়ে যাও ।
যেই বর্ণমালায় শুধু লেখা হয়-
রাক্ষস পুরাণ, দানব দলের হিংস্রতার জয়গান ,
অবলীলায় শুদ্ধ অবিচারের গল্প, অনুচিত অর্চনা কাব্য,
হন্তারকের বায়োগ্রাফি আর ধর্ষণের ইতিকথা-
সে বর্ণমালায় আমার কি কাজ?
আমি বরং ফিরে যাবো ইঙ্গিতের যুগে ।

সবুজ আছে, নেবে? নিয়ে যাও ।
সবুজের শরীর জুড়ে আজ রক্তের ছোপ ছোপ দাগ ।
সবুজের সতেজতা জমে আছে
পাংশুল বিবর্ণ গহ্বরে কষ্ট আর ক্লেদ নিয়ে ।
বিধস্ত সবুজ এখন ঝুলে থাকে কাঁটাতারের ঝুলুনিতে,
ফেলানীর ছিন্নভিন্ন শরীর হয়ে ।
যে সবুজ আমার মানচিত্রের বেষ্টনী গড়তে পারে না-
সে সবুজে আমার কি কাজ?
আমি বরং ফিরে যাবো আঁধারের যুগে ।
শুনেছি অভিজাত পাড়ার রংমহলে
ইদানিং সকলেই গাইছেন স্বরচিত ভজন ।

বুর্জোয়ার বুলন্দনসিব রচনায় ব্যস্ত
সকল পাত্রমিত্র অমর্ত্যগণ।
তোমার আমার বাল্মীক ব্যবধান নিশ্চিহ্ন করে
কোথায় পাবো এমন সংগ্রামী অজেয় বিষাণ?

তাই তোমার দিকেই তাকিয়ে আছি পিতা।
শুধু একবার আদেশ করো, শুধু একবার অনুমতি দাও।
আবার বজ্র আঘাত হানি।
আবার একাত্তর ডেকে আনি।

বাংলাদেশের হলো অভ্যুদয়

নিপু শাহাদত

একাত্তরে যার যা আছে ঘরে
তাই নিয়ে ভাই তৈরি থেকো
বললো মুজিবরে ।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর
দিয়েছিলেন স্বাধীনতার ডাক
মহান নেতা-জাতির পিতা
বিশ্ব হতবাক ।

মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে
বাঙালি সব বীর
দুঃসাহসে লড়াই করে
উঁচু রাখে শির ।

সাতই মার্চে রেসকোর্স ময়দানে–
ছাব্বিশে মার্চ যুদ্ধ শুরু স্বাধীনতার ডাকে,
পাকিস্তানি আর থাকে ?

ষোলোই ডিসেম্বর হলো জয়
এমনি করে বাংলাদেশের হলো অভ্যুদয় ।

আমরাই পারি

নিশাত খান

বিজয় দেখেছি ওই ক্ষেতের আড়ালে
সূর্যস্নাত শিশিরের বুকে
বালকবেলায় গোল্লাছুট কাদামাখা
বৃষ্টির আহ্লাদে
একটি পাখির শিশ ধ্বনি থেকে
পল্লীগান হয় গীতিময়
ইন্দ্রের সভায় নয় বেহুলার নৃত্য
বাংলার আকাশে দৃশ্যমান
পথে প্রান্তে ভিখারী মিছিল থেকে
আগামীর স্বপ্ন গাঁথা
এক ঝাঁক কোকিলের অবিরাম
বসন্ত বাহার বিনোদন
আনে সুখ সৃষ্টির উল্লাস হেমন্তের
ফসলের ঘুম
দৈত্যের করাল থেকে কেড়ে নেয়া
মায়াময় পূণ্যভূমি
যে চোখে ছিলোনা স্বপ্ন সেখান
অঞ্জন নৃত্যকলা
জননীর ভরা দেহে শিশু খুঁজে পায়
জীবনের দাবী
জোসনার জলে কুয়াশার জাল
ভেঙে ডাহুকের ডাক
পৃথিবী দেখেছে আমরাই পারি বুকে
নিতে পতাকার অহংকার ।

প্রমিথিউসের আগুন

ফরিদ আহমদ দুলাল

নির্ঘুম রাতের সাক্ষী তুমি নিভৃতিতে
থাকো পড়ে
তোমার শঙ্কিত ভীরু পদশব্দে
রাতের মৌনপাতারা নড়ে
মুদ্রার এপিঠ দেখে অভিমান করো
না নিঃশব্দ জাগরণ
ওপিঠে অমৃত নেই হয়তো অপেক্ষায়
আছে নিশ্চিত মরণ;
পিছনে যা ফেলে এলে হয়তো
নিরাপদ ছিল তা-ই
হয়তো অধিক পাবার কলাকৌশল
তোমার শেখা হয় নাই;
ভাগ্যলক্ষ্মী দিয়েছিলো দু'হাত
উজাড় করে ভরে
অবিশ্বাসী মন দিয়েছিলো
ফিরিয়ে প্রমিথিউসীয় অহংকারে।
অহংকার অপরাধ নয় সাথে কীর্তি-
শিষ্টতার ঋদ্ধি চাই
অভব্যের অহংকারে মূর্খের ঔদ্ধত্য
ছাড়া শিল্পবোধ নাই
সীমানা পেরিয়ে যাই নিত্য
অহংকারে শহর ছাড়িয়ে গ্রামে
গ্রাম পেরিয়ে শহর অতঃপর
নগরের ভীড়-দ্যুতিধামে
আগুনের ব্যবহার শিখে পৃথিবীতে
আজো আলো খুঁজে পাই
মশালে আগুন জ্বেলে বিপ্লবের দিশা
খুঁজে যাই।

বিজয়

ফাগুন মাহমুদ শেখ

স্বাধীনতার চাদর পরে বিজয় এলো দেশে
শীতের বুড়া দেশে এলো শীতের সাথে মিশে।
ডিসেম্বরের ষোল তারিখ একত্তরের শেষে
তেরোশ সাতাত্তর সালের পহেলা পৌষ মাসে
বিজয় আসে হেসে হেসে বাঙালির আকাশে।
লাল সবুজের ফসল ভরা সোনার বাংলাদেশে
পাক হানাদার পালিয়ে গেল চোর লুচ্চার বেশে।
কুকুর তাড়া তাড়িয়ে তাদের ছিনিয়ে নিতে জয়
লক্ষ লক্ষ বীর জনতার জীবন হল ক্ষয়।
বাংলাদেশের বিজয় যেন চিরদিনই রয়
একটি আশা এ বিজয় হোক অম্লান অক্ষয়।

দেশপ্রেম বুকে রেখেছি

মঈনুদ্দিন কাজল

নববর্ষে দিলাম তোমায় ভালোবাসার অর্ঘ
এই দেশ মাটি স্বাধীনতার স্বর্গ
মুক্তির আকাশে উড়ছে যখন পাখি
খোলো তোমার দুয়ার খোলো তোমার আঁখি।

সরলা সুন্দরী কেঁপে উঠে শীতে
জাগে প্রেম সোনালী ধানের গীতে।
জনকের আশির্বাদ পেয়েছি তোমার জন্য
মুক্তিযুদ্ধ স্বাধীনতা হয়েছি আমরা ধন্য।

নদী ও সমুদ্র রয়েছে আমার দেশে
চেয়ে দেখো উড়ে পাখি বিজয়ের বেশে।
দেশপ্রেম বুকে রেখেছি উঁচু শীর
তোমরাই ইতিহাস তোমরাই স্বাধীনতার বীর
সূর্যের মতো জাগে ক্ষণে ক্ষণে
সমর্পিত দেহমন রোদের আলিঙ্গনে।

প্রিয় রোকোনালী

মাকিদ হায়দার

সারাদিন ভয় ভয় করে
জানি কেউ কেউ এসে জানতে চায়
আমি ভালো আছি কিনা!
অথবা কখনো এসে বলে ফেলে
আজ সারাদিন কত বার ভাবলাম
আপনার কথা,
চোখ ফেরাতেই দেখি
কাঁধে রাইফেল নিয়ে আছেন দাঁড়িয়ে
এক চুক্তিযাদ্ধা ।
মনে মনে কিছু বলবার আগেই সেই হারামি
জানালো আমাকে,
তোকে যেতে হবে আমাদের সাথে
যেখানে তুই, ও তোরা,
মেরেছিস মুক্তিযোদ্ধাদের ।
যেতে যেতে দেখি এক নদী,
সেই নদীর কিনারে মানুষের লাশ পড়ে আছে
শেয়াল কুকুরের আশায় ।
হারামিরা জানালো আমাকে– প্রিয় রোকোনালী,
তোর শেষ ইচ্ছে জানা আমাদের,
সেই দিন জানিয়েছিলেম, ওই সব চুক্তিযোদ্ধাদের,
এই দেশে যেন বেঁচে থাকে
জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ, এবং জিন্দাবাদ ।

সামনে

মানসুর মুজাম্মিল

সামনে একটা নদী
এই নদীটা ভাষার
লক্ষ প্রাণের আশার

সামনে একটা গাঁ
এ গাঁ'টি মায়ের
স্বচ্ছ আলোছায়ের

সামনে একটা বন
গাছে গাছে বনপাখিরা
ব্যস্ত সারাক্ষণ

সামনে একটা দেশ
যুদ্ধ এবং ভালবাসার
আনন্দ অশেষ ।

স্বাধীন হলাম তাই

মামুন সারওয়ার

বীরের মতো লড়াই করে
স্বাধীন হলাম ভাই
উড়তে পারি
ঘুরতে পারি
ইচ্ছেমতো তাই।
চলতে পারি বলতে পারি
গাইতে পারি গান-
নিষেধ-মানা নেই তো কোনো
বাঁধনহারা প্রাণ।

ফুলের মতো ফুটতে পারি
মুক্ত মাঠে ছুটতে পারি
ভাঙতে পারি ঢেউ
ভ্রমর হয়ে নাচতে পারি
দেশকে ভালোবাসতে পারি
ভয় করি না কেউ।

বীরের মতো যুদ্ধ করে
স্বাধীন হলাম তাই
বিশ্বজয়ের স্বপ্ন দেখার
সাহস বুকে পাই।

ক্রোধের গোখর ফণাতোলে

মিলন সব্যসাচী

বৃত্তের ভেতর থেকে বৃত্ত ভাঙা স্বপ্ন সমতুল্য
তবুও নিজেকে নিজে ভাঙি গড়ি নিত্য আয়োজনে
কূল ভেঙে বহমান নদীরা সমুদ্রে ছুটে চলে
অবিরাম এই ভাঙা গড়ার খেলাই সৃষ্টিলীলা।

কখনও কখনও লড়াই নিছক লীনযজ্ঞ –
নয়,নবতর সৃষ্টি–সম্ভারের সুখে উদ্বেলিত।
স্নেহময়ী জননীর জঠোরাধারেও এই আমি –
ভ্রূণযুদ্ধে বারংবার বিজয়ী বিস্মিত যুদ্ধশিশু
কিছুতেই কোনোদিন আমি মানিনিতো পরজায়।

রক্তেরাঙা অগ্নিবীণা-রণতূর্যে সুর সেধে সেধে–
এই বিজয় এনেছি। সাম্ভাব্য মৃত্যুর ক্ষত-বুকে
পিঠে নিয়ে বেঁচে আছি। আমাকে আবার রক্তলাল
কিংবা বেদনায় নীল পদ্যপাঠ দীক্ষা দিলে কেনো?

আমার সম্ভ্রমহারা মায়ের শরীরে হিংস্রদাগ
রক্তেভেজা সাদাভাতে হেসে ওঠে সব যুদ্ধাহত–
স্বজনের প্রিয়মুখ। দুখিনী বোনের ক্ষতবুক –
বৃদ্ধ বাবার শোকাশ্রু স্রোতে কষ্টসিক্ত মানচিত্র
আমিতো নিজেই মিশে আছি বিজয়ের কবিতায়!

চোখ তুলে চেয়ে দেখো–আমার মগজ শূন্য এই–
খুলির ভেতর থেকে ক্রোধের গোখর ফণাতোলে
ফোসফোস শব্দ শুনে আতকে উঠছো-কিন্তু কেনো?
নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষের আমি মিত্রসেনা।

বিজয়

মুহম্মদ নূরুল হুদা

বিজয় পতাকা মানি,
পরাজয় কখনো মানি না ।
স্বর্গপতনের পর সেই যে লড়াই,
সে লড়াই তোমাকে পাবার -
সে লড়াই নয় হারাবার ।
আপন পাঁজর থেকে বের করে
আর্য আর অনার্যের তাবৎ হরফে
তোমাকে লিখেছি আমি মানব শোণিতে,
তোমাকে রেখেছি পুঁতে
পূর্বপুরুষের অজেয় ভূমিতে ।
যে যুদ্ধ হয়েছে শুরু শেষ নেই,
তার শেষ নেই;
তবু আঁধারে আঁধার ঘষে
আমাদের জোড়া আত্মা
আলো জ্বালবেই ।
আমরা তো মাতাপিতা
আমরা আদম সীতা
প্রেমিক প্রেমিকা কিংবা জগৎজননী -
আমাদের বুকে বুকে প্রমুক্তির মহামন্ত্র,
বিজয়ের ধ্বনি ।
এমন মানবজমি
বিজয়ের বীজ ছড়াবেই ।
না, কোনো পরাজয় নেই;
অনন্ত যুদ্ধের শেষে
অনন্ত মানবলোকে
অনন্ত বিজয় আসবেই ।

বাংলা আমার

মুহম্মদ মতিউর রহমান

বাংলা আমার
সবুজ বাংলা
পাহাড়, সমুদ্র নদী-নালা
শ্যামল রমণীয় রমণীর কমনীয় সিগ্ধতায়
পুষ্পিত ফুলের সৌরভে
আদিগন্ত বাংলা
তুমি আমার সত্তায় সতত দীপ্তিমান।

সুর্যের অফুরন্ত আলো
চাঁদের শুভ্র কিরণ
জ্যোৎস্নার অম্লান হাসি
বর্ষার ভরা নদী
নীল পদ্ম সরোবর
শীতের শুকনো মাঠ, ফসলের আন্‌জাম
বসন্তে সবুজ অরণ্য
কোকিলের কুহু রব জীবনের নবীন স্পন্দন
শরৎ, হেমন্তের ফ্যাকাসে আকাশ
বাংলার বিচিত্র রূপ, আনন্দ বৈভব।

চাষী, মাঝি, জেলে
খেটে খাওয়া মানুষের পদভারে
চঞ্চল বাংলার পথ-ঘাটে
বধূরা কলসী কাঁখে সাঁঝে
ঘোমটায় আনত হয়ে ঘরে ফেরে
পাখিরা যেমন ফেরে নীড়ে।
নিদ্রিত বাংলার মানুষ জাগে
মুয়াজ্জিনের আযানের ডাকে

আল্লাহু আকবর রবে হিলোলিত
আদিগন্ত বাংলা আমার
সে এক বিশাল চিত্রিত সবুজ জায়নামায।
শাহ জালাল, শাহ মখদুম, শাহ পরান, খান জাহান আলীর মত
শত সাধকের সাধনায় গড়া।
হাজার বছরের বাংলা
তুমি আমার আনন্দ-আবেগ
তসবীর দানার স্পন্দন।

বখতিয়ারের বাংলা আমার
শাহ সগীর, আলাওল, দৌলত কাজী
লালনের চারণ-ভূমি বাংলা আমার
মীর মোশারফ, ইসমাঈল হোসেন, কায়কোবাদের
শাশ্বত বাংলা
প্রাণোচ্ছল নজরুলের বিদ্রোহী বাংলা
আমার সত্তায় লালিত স্বপ্নের প্রত্যাশা।
সিরাজের রক্তে-ভেজা বাংলা আমার
মীর কাসিমের বিদ্রোহ
সিপাহী রজব আলীর সুতীব্র প্রতিবাদ
তীতুর বলিষ্ঠ প্রতিরোধ
ফরায়জীর রক্ত-শপথ
মজনু শাহর, সশস্ত্র বিপব
গৌরবময় বাংলার সমুজ্জ্বল ইতিহাস।

সাতচল্লিশের বাংলা
বায়ান্নর বাংলা
একাত্তরের বাংলা
দুর্জয় অকুতোভয় বাংলা
রক্ত-ভেজা বাংলার দুঃসাহসী সবুজ চত্বর।
বাংলা আমার

তোমার গৌরবদীপ্ত ললাটে তবুও কৃষ্ণতিলক
মীর জাফর, উর্মিচাঁদ, জগৎশেঠ, রায়দুর্লভ, ঘসেটি বেগম
শত নামে বারে বারে এখনো ষড়যন্ত্রের ফাঁদ পাতে
ক্লাইভের প্রেতাত্মারা কালো শকুনের মত
থিয়েটারে, মঞ্চে, টিভির পর্দায় কাগজের কালো কালো অক্ষর
কালো ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে
রূপকথার বিশাল অজগর অথবা কুটিল ডাইনীর বিষাক্ত ডানার মতো।

মা

মুহাম্মদ মাসুম বিল্লাহ

আমার মায়ের মুখ সূর্যস্নাত ভোরে
আধো অন্ধকারে আমি দেখতাম
মমতা ভরা চোখে, সে চোখ থাকতো
আনন্দ অশ্রু ধারায় ভরা।

আমার মা আমাকে চিঠি দেয়
ভেতরে লেখে-বাবা, তোর মুখ দেখি না
সে কতো দিন হয়ে গেলো। কেউ কি তার সন্তানের
মুখ না দেখে এতদিন থাকতে পারে?

আমি জীবিত আছি। প্রবাসে থাকি
আমার মা আমাকে দেখতে চেয়ে
আদরের পরশ বুলাতে চায়
আমাকে দেখে তার মন ভরাতে চায়।

কিন্তু যে রয়েল, কামান আর বেয়োনেটের
বুলেটে চিরতরে বিদায় নিয়েছে যার সন্তান
সে মা কাকে দেখতে চাইবে?
সে কার কাছে অমন করে লেখবে চিঠি?

মা তুমি কি দেখনি বায়ান্ন
উনসত্তর আর একাত্তরের কারবালা
তুমি কি জানো না কতো মায়ের বুক
খালি হয়েছে। কতো সন্তান নিয়েছে চিরবিদায়?

তাহলে আমায় নিয়ে অস্থির কেন? মা।
মা, আমি জানি এসব তোমার অজানা নয়।

কেবল রক্তের বাঁধনে টানে তোমার কাছে
তোমার সন্তান তুমি তো দেখতে চাইবেই।

কিন্তু আজ হতে একার অধিকার দেখবো না আমি
পৃথিবীর সব মা-ই আমার মা
আমি চিৎকার করে বলবো
পৃথিবীর সব মা-ই আমার মা
তাদের পরশ স্নেহে ধন্য হবো আমি।
বলো মা, তুমি অনুমতি দেবে না আমায়?
আমি যে তোমার অনুমতির অপেক্ষায়।

পণ

মোস্তাফিজুর রহমান

লাখো শহীদের প্রাণের দামে মুক্ত করেছি দেশ
ত্রিশ লক্ষ জীবনের দামে স্বাধীন দীঘল আঁখি
সবুজ শ্যামল ছায়া মোদের অঙ্গে জড়িয়ে রাখি
এই মোদের জন্ম ভূমি সোনার বাংলাদেশ ।
হিন্দু- মুসলিম, বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান একাত্বার পরশি
জাতি ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে তব করি মাখামাখি
তাদের রক্তে সিক্ত মৃত্তিকা হস্তে পণ করি সখী
ক্ষমতার দাপটে হব না আড়ষ্ট । বীরের বেশ
আসুক যত বাধা বিপত্তি সহস্র ঝড়, তুফান,
হরণ হতে দিবনা মোরা বাংলা মায়ের বুলি
যায় যদি প্রাণ রব না হস্তে কঙ্কন পড়ে ,
বীরের ন্যায় লড়ে যাব মোরা বাংলার সন্তান
হতে দিব না মাটির ক্ষয় তাজা রবে পুষ্প কলি
মুক্ত রাখিব দেশ, কর্ণিশ না করে মস্তকে চড়ে ।

সুপ্রভাত বাংলাদেশ

মোশাররফ হোসেন ভূঞা

সন্তানের জন্মযুদ্ধে জননীর রক্তপাত ফুটে ওঠে
পুষ্প হয়ে। ত্রিশ লাখ শহীদের রক্তের ফসলে আজ
ধনধান্যে পরিপূর্ণ আমাদের গোলাঘর। সারা বাংলা
অবিনাশী স্মৃতিসৌধ, মৃত্যুঞ্জয়ী শহীদেরা অবিরাম
কথা বলে আকাশের লাল সূর্যটার সাথে। আঁধারের
সাথি হয়ে ঝলোমলে তারাগুলো অয়িমনে শুধু শোনে
শহীদের যুদ্ধগাঁথা, বীরত্ব বিজয় আর উল্লাসিত
জনতার কলরব। আকাশের ঠিক মধ্যখানে বসে
খণ্ড খণ্ড স্মৃতিভাস রোমন্থনে ব্যস্ত চাঁদ, প্রতিক্ষণ
দেখিয়েছে যুদ্ধরত গন্তব্যের সুস্পষ্ট নিশানা আর
পঁচিশের কালোরাতে পৈশাচিক হায়েনার বিষদাঁত
ভেঙে দিতে বিশ্ববিবেকের কাছে দিয়েছিলো দূরাভাষ।
আঁধারের চিলেকোঠা হতে মধ্যাকাশে এসে, প্রভাময়
স্বর্ণপ্রভা বলেছিলো–দেখে নিও প্রভাতের ঠিক আগে
স্বাধীন স্বাধীন বলে উদ্বেলিত হবে এই জনপদ।
জেগে ওঠে দীর্ঘদেহী মহাপ্রাণ এক প্রবাদ-পুরুষ
দু'টি চোখে উৎক্ষিপ্ত অগ্নিগিরি, রুদ্রময় জলরাশি
আঙুলের ইশারায় কেঁপে ওঠে হিমালয়–রত্নচূড়া
বজ্রকণ্ঠে তাঁর দৃপ্ত উচ্চারণ স্বাধীনতা–স্বাধীনতা।
প্রভাতের আরো আগে আকাশের পূর্বপ্রান্ত আলোকিত
হতে না হতেই পদ্মা মেঘনা যমুনা, সবকটি নদী—
উপনদী ঘরে ঘরে পৌছে বলে–সুপ্রভাত বাংলাদেশ।

আমার স্মৃতি
মতিন বৈরাগী

এই সেই মাঠ আমার স্মৃতি, বদলে গেছে–
থম থমে আকাশ বরফ উৎকণ্ঠা চুপ হয়ে আসছে শহর, ৩২ নম্বর
ছাত্রাবাস নড়ছে
বিকেলের ৫টা সন্ধ্যের ৭টা ছোবলের সময়টুকু ভাঙছে
আকাশের তারাগুলো সন্ধ্যের আসরে গল্প করছিলো মাঝ পথে চলে গেছে-
ইপিআর
টহল সিপাই
দেয়াল হাঁটছে–

কয়েকটা মাথা, বোঝা যায় বোঝা যায়-- নৈঃশব্দ্যের ভাষা
আর সমাজ কল্যাণ ছাত্রাবাস! খালি হচ্ছে
দোকানিরা ভীত সন্ত্রস্ত শহীদ ভাই বললেন : আজ রাতটা....!
যখন গুলির শব্দ চো' করে উড়লো
শহীদ ভাই একলাফে নিচে,তারপর চাপা-চিৎকার–তাড়াতাড়ি–
বুলেট উড়ছে আগুন পাখায় চিড়ছে রাত্রি
পাশের ঘরের চিৎকার শাহেদ আলীর মুখটা, আহা–
ভয় শঙ্কা আতঙ্কের নীরেট খিঁচুনি

সারারাত বুলেট বৃষ্টি সারারাত রাইফেল, এলএমজি, টমির গর্জন
আলোক ফুটছে আলোক ফ্যাকাশে পানশে
তার ভিতর ছোটাছুটি দেয়ালটা টপকানো ওপাশের ঢাকা কলেজ মসজিদ
একজন দুইজন তিনজন অনেক মানুষ--ঠাঁই নেই
তার পর রাত্রি; এক নুয়ে পড়া ভোর, কারফিউ শিথিল মিলিটারি সময়
মানুষের ছোটাছুটি কাঁচাবাজার পুড়ছে, মৃতেরা পুড়ছে–
একটা রিক্সায় তিনজন মৃত ফুলে গেছে 'হাওয়ার মশারী'
মাংসের দোকানে লম্বা হুকে ঝুলছে কেউ এবং নীচে

লণ্ডভণ্ড 'জগন্নাথ' চাপচাপ রক্ত শোকের স্তব্ধতা–
তারপর ৯ মাস–– যুদ্ধ যুদ্ধ যুদ্ধ -

স্বাধীনতা হয়ে গেল মানুষের স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষা আরাধনা
তার পর রক্ত মাঠ-প্রান্তর পেরিয়ে সবুজের রঙ মেখে
একদিন পতাকার রঙ–– সূর্যটা লাফ দিয়ে বসে গেলো ওই সবুজে
সেই মাঠ এখন আমার স্মৃতি–
৪ দশক আগের শহীদভাই হাসছে মুজিবর তর্ক করছে বাবুল দেখছে আকাশ
ছেলেরা খেলছে
শহীদভাই! আজ আর নেই, মুজিবর আর বাবুল তারাই বা কোথায়!
হয়ত বেঁচে আছে হয়ত কেউ আর নেই
হয়ত তাদের মনে আছে সব
কিংবা কিছু নেই, শুধু ভণিতা ছাড়া

বাঙালির বিজয়

মফিদা আকবর

বাঙালির বিজয়ের গল্প
নয়তো কোন কাহিনী কল্প
যা ছিল বঙ্গবন্ধুর সংকল্প ।

তার বজ্র নির্ঘোষ এমন
মন্ত্রমুগ্ধ আহ্বান
বাঙালিকে করেছিল বীর-বলীয়ান ।

"এবারের সংগ্রাম
আমাদের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম
এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম" ।

"ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল
যার যা আছে তাই নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়" ।

"বর্বর শত্রুর মোকাবেলা কর
সমুচিত জবাব দিয়ে এদের খতম কর" ।

বঙ্গবন্ধুর আহ্বান
বাঙালিদের করেছিল দৃঢ় মনোবল ।

পাকিস্তানীদের সমুচিত জবাব দিয়ে
আকাশ কাঁপিয়ে, দুর্মর পথ মাড়িয়ে
বিজয় এসেছিল বাঙালির ঘরে ঘরে
একাত্তরের ষোলই ডিসেম্বরে ।

আজ মুক্ত স্বদেশ
নির্মেঘ নীল আকাশ
বঙ্গবন্ধু, কি করে ভুলবে?
বাংলার আকাশ-বাতাস!

উত্তরসূরীদের অনায়াস অধিকারে
বঙ্গবন্ধু তুমি রয়ে যাবে
চিরায়ত বাংলার ঘরে ঘরে ।

বাংলার বিজয় স্বপ্ন সাধনা
বঙ্গবন্ধুর তেইশ বছরের
আন্দোলন-সংগ্রাম আর আরাধনা ।

আমাদের বিজয়ের গল্প
নয়তো নিছক গল্প
যা ছিল বঙ্গবন্ধুর সাধনা ও সংকল্প ।

কোথা সেই প্রেম, কোথা সে বিদ্রোহ

মহাদেব সাহা

কোথায় সে প্রেম আর কোথায় সে তুমুল বিদ্রোহ
সেই বিদ্রোহের অমর কবিতা,
বুকভরা আশা আর ভরসার বাণী
কোথায়, কোথায়?
কোথায় সে মুগ্ধ চোখে চেয়ে থাকা অনন্ত আবেগ
থরো থরো বুকে সলজ্জ গভীর ভালোবাসা
উথাল-পাতাল ঢেউ,
কোথায় সে আলুথালু কম্পিত হৃদয়?
এখন কোথায় সেই বিদ্রোহের হাত স্পার্টাকাসের মতন
ছিঁড়ে ফেলে শোষণের কঠিন শৃঙ্খল
কোথায় সে মে-দিবসের বা হে মার্কেটের বিক্ষোভ মিছিলে বুক পাতে
এখন কোথায় বিদ্রোহের নামে জাগে বুকে দারুণ স্পন্দন?
কোথায় বিদ্রোহ সেই আনে স্বপ্ন, আনে শিহরণ
কোথায় সে বঞ্চনার মুখে অগ্নিবাণ
শোষণের বুকে শক্তিশেল,
শোষিত-বঞ্চিত আর লাঞ্ছিতের পরম আশ্রয়?
কোথা সেই বিদ্রোহের হাত, সেই প্রেমিকের চোখ
যে-চোখ একদা দিয়েছিলো পৃথিবীকে স্বপ্ন আর বিশ্বাসের আলো!
সেই বিদ্রোহের কথা মনে পড়ে
সেই লং মার্চ, সেই দুনিয়া কাঁপানো দশদিন,
কোথা সেই প্রেম, কোথা সে বিদ্রোহ?
কোথা সেই রমনার মাঠে উত্তোলিত দ্যুতিময় হাত
কোথায় সে বিজয় দিবস, একুশের গান,
কোথা সেই দামাল ছেলের প্রসারিত বক্ষপটখানি
আকাশের মত সবুজ উদার
আর তাতে নক্ষত্রের আলোতে আলোতে লেখা দুরন্ত পোস্টার
কোথা সেই বিদ্রোহী নূর হোসেন, শহীদ তাজুল

কোথা সেই বিদ্রোহের গান, প্রেমের কবিতা?
অসুস্থতায় আজ ভরে গেছে মানুষের পুরানো পৃথিবী
প্রেম নেই, বিদ্রোহও নেই
এখন বিদ্রোহ দেখে মনে হয়
পৃথিবী আবার বুঝি পরছে শৃঙ্খল
চলছে পেছন পানে ক্রমাগত মধ্যযুগের সেই ভীষণ আঁধারে
কোথায় সেই সজল গভীর চোখ, স্নেহচ্ছায়াময় আলোকিত বুক
কোথা সেই কবির হৃদয়?
কোথা সেই মানবিক ঝর্ণাধারা, মগ্ন জলাশয়
কোথা সেই প্রত্যাশার ছবি, মুক্তির মোহনা,
উদ্দীপনাময় মুখ?
আজ যেদিকে তাকাই দেখি
প্রেম বড়ো ফ্যাকাশে পাণ্ডুর, রুগ্ন বিদ্রোহ।

এই তো আমার সুখ

মহিউদ্দিন আকবর

মায়ের কাছে বলেছিলাম
আনবো সুখের হাসি
থাকবে না মা দুঃখ ব্যথা
কাঁদবে না আর চাষি ।

মাঠে মাঠে ফলবে সোনা
কেউ নেবে না লুটে
কেউ দেবে না হানা তোমার
সুখ নিকানো পুটে ।

দস্যিগুলো হটিয়ে দিয়ে
গড়বো সোনার দেশকে
বইবে নদী নিরবধি
থাকবে সুখের রেশ যে ।

সেই নদীকে ভরে দিয়ে
শোণিত ডাকা বানে
সাঁতরে খুনের দরিয়াকে
এসেছি উজানে ।

সঙ্গে করে নিয়ে এলাম
শাপলা ইলিশ দোয়েল
কাঁঠাল রয়েলবেঙ্গল এবং
ময়না শ্যামা কোয়েল ।

এই তো আমার সুখ
রেখেছি মা'র মুখ ।

বাতাসে বারুদ গন্ধ

রবীন্দ্র গোপ

আগুনে পা রেখে রেখে চলে যাই
আমার কাঁধে রক্তাক্ত লাশ
এ লাশ আমার এ রক্ত আমার
আমারই লাশ বহন করছি আমি
রাজপথে আমারই রক্ত উত্তাল স্রোতের টানে
মানব সমুদ্রে মিশে যায় ।

একজাতীয় পশুর চলাফেরা দ্রুত বেড়ে যায় রাজপথে
ওরা মানুষের পোশাক পরেই মানুষ মারার আয়োজনে ব্যস্ত
আমি ঘৃণায় ওদের মুখে থুথু ছিটাতে ছিটাতে
হাঁটি, হেঁটে যাই, আগুনে পা রেখে রেখে
আমার কাঁধে রক্তাক্ত লাশ, এ লাশ আমার ।
আমি যাই রক্ত ঝরাতে ঝরাতে পথে হেঁটে হেঁটে যাই ।

যেতে যেতে ক্লান্ত আমি আমাকে আমিই চিনতে পারিনা
স্তব্ধ বুক থেকে হঠাৎ ছিটকে পড়ে আগুনের নিঃশ্বাস
দাউ দাউ গাছে গাছে ডালে ডালে পাতায় পাতায় আগুন লাফায়
হাতে আমার জীবন্ত গ্রেনেড, বুকের বারুদ ছিটকে পড়ে রাজপথে
রাজপথ আমাদের আমরা রাজপথের
রক্তচোষা পশুদের হত্যাযজ্ঞে এবার বিজয় আমাদের ।

এই রক্তস্রোত

রেজাউদ্দিন স্টালিন

রক্ত তরবারী চুইয়ে মাটিতে পড়ছে
চিবুক চুইয়ে পদতলে
বুক থেকে নক্ষত্রে
লাল কালো নিরব ও নিষ্ঠুর
এই রক্তস্রোত
পদ্মামেঘনা ব্রহ্মপুত্র বেয়ে
বঙ্গোপসাগরে
কতকাল কতযুগ বহমান রক্তস্রোত
প্লাবন ও পলিতে সমৃদ্ধ করেছে সংগ্রাম
ঢেউয়ের চূড়ায় রক্ত, ফেনায় ফেনায়

এই রক্তস্রোত হৃদয়োত্থিত
দিন ও রাত্রির আবর্তন ভেঙে
পদক্ষেপের পেছনে পেছনে ধাবমান
দৃশ্যমান সমস্ত সবুজের শিরায় শিরায়
সূর্যমুখী মানুষের চোখে চোখে, আকাশে আকাশে
বংশানুক্রমে প্রাণী ও প্রকৃতির রক্তাঞ্জলি
স্বপ্নের পায়ে

কেউ তা জানে না রক্তস্রোত থিতু হয়ে কোথায় দাঁড়াবে
কোন দেশে কোন কালে
কার স্বপ্নদগ্ধ করতলে

বিজয়ের কথা বলবো

লিলি হক

আমি বিজয়ের কথা বলবো
আমি বুলেটবিদ্ধ ভাইয়ের কথা বলবো
রায়ের বাজার বধ্যভূমিতে পাওয়া
আমার বাবার লাশের কথা বলবো ।

আমি কিছু বলতে এসেছি, বলতে দাও
আসি সন্তান হারা মায়ের
বুকফাটা আর্তনাদের কথা বলবো ।
স্বামীহারা বিধবা স্ত্রীর কথা বলবো
আমি অসংখ্য প্রেমিক হারানো প্রেমিকার
আকাশভাঙা কান্নার কথা বলবো ।

আমি আমার বোনের মর্যাদার
বিনিময়ে পাওয়া বিজয়ের কথা বলবো
এত শোনার পরেও কি বলে দিতে হয়
কি করে বিজয় দিবসের সম্মান
রক্ষা করতে হবে?

আমি বিজয়ের রক্তাক্ত জন্ম দেখেছি
আহত শৈশব দেখেছি
জীর্ণ শীর্ণ কৈশোর দেখেছি
আর এখন কী দেখছি ?
এত দেখার পরেও কী আর
ভাঙচুর দেখার সাধ থাকে ?
তোমরাই বল ।

ষোলই ডিসেম্বর, বিজয় দিবস

লুৎফর রহমান রিটন

ষোলই ডিসেম্বর দেশ হলো মুক্ত
যুদ্ধের ইতিহাসে ঘৃণা আছে যুক্ত ।
ঘৃণা সেই রাজাকার দালালের জন্য
ঘটিয়েছে যারা দেশে ব্যাপার জঘন্য ।
ওরা হাত মিলিয়েছে শত্রুর সঙ্গে
খুনির দোসর ছিল ওরা এই বঙ্গে ।
আল-বদর, আল-শামস্ নামধারী হায়না
কী ক্ষতি করল বলে শেষ করা যায় না ।
বুদ্ধিজীবীর খোঁজ শত্রুকে দিয়েছে
বিনিময়ে বহু কিছু সুযোগ যে নিয়েছে ।
মায়েদের সম্মান লুণ্ঠন করেছে
মুক্তিযোদ্ধা যারা, তাদেরকে ধরেছে ।
ঘৃণ্য দালাল ওরা ঘাতকের মিত্র
ইতিহাসে আঁকা আছে পিশাচের চিত্র ।
আমাদের সংস্কৃতি করে দিতে ধ্বংস
ওরা ছিল তৎপর, এতই নৃশংস ।
ধর্মের মুখোশেই চেহারাটা ঢেকেছে
হায়েনার মতো ওরা ওঁত পেতে থেকেছে ।

বিজয়

শাহানারা রশীদ ঝরনা

আমের পাতায় শিশির কণা পদ্ম পাতায় জল
নদীর বুকে নৌকা দোলে বৈঠা ছলাৎ ছল ।
বাঁশির সুরে মনটা হারায় মিষ্টি হাসে বউ
গাছের ছায়ায় পাতা কুড়োয় মোড়ল পাড়ার মউ
মউ কি জানে বিজয় আসে শহর নগর গাঁয়
বট পাকুড়ের সবুজ বনে খুকুর নরোম পায়
প্রজাপতির চপল ডানায় শাপলা-বিলের পাড়
বিজয় আসে সঙ্গে নিয়ে দৃপ্ত অহংকার ।
সোনার এদেশ জেগে ওঠে বাজে স্মৃতির সুর
অকল্যাণের কালো আঁধার সব হয়ে যায় দূর
বিজয় আমার মাও বাবার দুঃখী মনের সুখ
বিজয় এলে গর্বে ভরে বাংলাদেশের বুক ।

বিজয় নিশান

শেখ ফরিদ

স্বাধীন শ্যামলীময় বাংলার স্বপ্নিল মুক্ত আকাশে
বিজয় নিশান উড়াব মেঘ মুক্ত বাতাসে।
বিজয় নিশানে বাঙালির সম্ভ্রম আঁকা ছবি,
সবুজ ক্ষেত্রে রয়েছে শহীদের রক্তমাখা রবি।

ত্রিশ লক্ষ বাঙালির তাজা রক্তের দান,
স্বাধীন বাঙালিরা বিনিময়ে পেয়েছে বিজয় নিশান।
বিজয়ের নেশায় মেতে, দিয়েছে যারা আত্মাহুতি,
তাদের আত্মত্যাগেই স্বাধীন বাংলার প্রসূতি।

বাংলা মুক্তিসেনারা দানিয়েছে বিজয় নিশান,
আজীবন গাবো আমরা তাঁদেরই জয়গান।
বিজয় দিবসের আনন্দে নেচে উঠে মনটা,
ঐ তো শোনা যায় বিজয় উৎসবের জয়ঘন্টা।
হে স্বাধীনতা পিপাসু আবাল বৃদ্ধ-বণিতা ভাই
চল মহানন্দে বিজয় নিশান মুক্ত আকাশে উড়াই।

মহামুক্তির বিজয় কেতন

শেখ রেজাউল করিম

মেঘলা আকাশ, চারপাশে অথৈ জলরাশি
ক্ষুধার্ত,অসহায় বিপন্ন বানভাসী
যুবা বৃদ্ধা শিশু নারী এবং গৃহপালিত প্রাণী ।
জলমগ্ন রাস্তাঘাট, বাড়িঘর, প্রার্থনালয় এবং স্কুল
আকণ্ঠজলে উড়ছে লাল সবুজ পতাকা ।

আজ সব এলোমেলো ক্ষেতের ফসল এবং স্বপ্নগুলো
নদীপাড়ের বটগাছ, নন্দীর মিষ্টির দোকান,
পথঘাট, দোকানপাট, নদীমাঠ আজ সব একাকার ।

অথৈ জলের মাঝে হিজল তমাল আকাশমণি
আবার আবার নতুন করে বাঁচার প্রেরণা দেয়
বিপদ থাকেনা চিরকাল, আবার হাসবে দূর্বাঘাস
উড়বে মুক্ত বাতাসে লাল সবুজের বিজয় কেতন ।

বিজয়

সাইফ ইসলাম

বিজয় তুমি দিয়েছো
রক্ত দানের শিক্ষা ।
এনেছো বাংলার বুকে হেমন্ত বসন্ত
এনেছো মধুমতি ধলেশ্বরী
তুমি পরিয়েছো
বোনের কপালে লাল টিপ
এনেছো কৃষকের হাসি
আর
জরিনার চাল ঝাড়ার কুলার শব্দ ।

তুমিই এনেছো ফাগুন
ফুটিয়েছো শাপলা গোলাপ
কোকিলের গায়কিতে
দিয়েছ অমিয় সুর ।

তুমি এসেছো বলেই
আজও বিলে ওড়ে বকের সারি
উষার লালিমায় পাখির সুর
শেফালির পাপড়িতে এক বিন্দু শিশির
সবুজের মেলায় লাল বৃত্ত সূর্য
আজও তোমার কথা কয় ।

ষোলই ডিসেম্বর

সুজন বড়ুয়া

রক্তঝরা ন'মাস পর
আসলো ষোলই ডিসেম্বর,
আসলো শেষে নতুন ভোর
খুললো প্রাণের রুদ্ধ দোর,
কণ্ঠে সবার জয়ের গান
ডাকলো হাসি-খুশির বান।

নিথর জলে উঠলো ঢেউ
দিক হারিয়ে ছুটলো কেউ,
কেউ পেয়েছে ভাইকে তার
নেই কারো খোঁজ মা-বাবার
কারো হলো পাথর চোখ
বিজয়ে কেউ ভুলছে শোক
গুনছে মনে সুখ-প্রহর
এই সে ষোলই ডিসেম্বর।

জাগলো নতুন রাজ্যপাট
উঠোন হলো চাঁদের হাট,
কুকুর বেড়াল দিচ্ছে হাঁক
পায়রা ডাকে বাকুম-বাক,
দিদির কানে দুলছে দুল
মরা গাছে ফুটছে ফুল,
কাচকি-পুঁটি দুর্নিবার
কাঁপিয়ে দিলো পুকুর-পাড়,
ঘাটের খেয়া মাঠের টঙ

সবকিছুতে লাগলো রঙ,
সবকিছু আজ লাল রঙিন
সবকিছু আজ অমলিন।

ডাক দিয়ে যায় নিরন্তর
মহান ষোলই ডিসেম্বর।

অনিবার্য আমি

সোহাগ সিদ্দিকী

আবার এসেছি আমি তোমার
দুয়ারে
আমাদের এই দেখা অনিবার্য ও
সত্য ।
মহাকাল স্বাক্ষী আছে এযে সত্য সূর্য !
মা, দরজা খুলে দেখ আমি দিব্য
আছি ।
শরীরের ক্ষতগুলো প্রায় নেই আর
বিষফোঁড়াও উপড়েছি এ শরীর
থেকে ।
এখনো যেটুকু আছে, ঘৃণা ঔষধিতে
তাও যে নিশ্চিহ্ন হবে কালের
গহ্বরে ।
কেমন সুন্দর সুস্থ এক দিন এসে
থাকবো তোমার কোলে সুখের
নিদ্রায় ।
কণ্ঠের এ জড়তাও কেটে যাবে
সত্যি
সময়ের পরীক্ষায় বিজয়ী হবোই ।
ইতিহাসে পরিচয় বিজয় আমার
মা, দুয়ার খুলে দেখো, অনিবার্য
আমি

একটি পতাকা পেলে

হেলাল হাফিজ

কথা ছিলো একটি পতাকা পেলে
আমি আর লিখবো না বেদনার অঙ্কুরিত কষ্টের কবিতা
কথা ছিলো একটি পতাকা পেলে
ভজন গায়িকা সেই সন্ন্যাসিনী সবিতা মিস্ট্রেস
ব্যর্থ চল্লিশে বসে বলবেন,-'পেয়েছি, পেয়েছি'।
কথা ছিলো একটি পতাকা পেলে
পাতা কুড়োনির মেয়ে শীতের সকালে
ওম নেবে জাতীয় সংগীত শুনে পাতার মর্মরে।
কথা ছিলো একটি পতাকা পেলে
ভূমিহীন মনুমিয়া গাইবে তৃপ্তির গান জ্যৈষ্ঠে-বোশেখে,
বাঁচবে যুদ্ধের শিশু সসম্মানে সাদা দুতে-ভাতে।
কথা ছিলো একটি পতাকা পেলে
আমাদের সব দুঃখ জমা দেবো যৌথ-খামারে,
সম্মিলিত বৈজ্ঞানিক চাষাবাদে সমান সুখের ভাগ
সকলেই নিয়ে যাবো নিজের সংসারে।